পুকুরে রাজপুঁটি মাছ চাষ

আমাদের দেশে এ মাছটি থাই সরপুঁটি নামে পরিচিত। উচ্চ ফলনশীল এ মাছটি ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড হতে এদেশে আনা হয়। এরা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশীয় সরপুঁটি মাছের মত। তবে এ মাছের বৃদ্ধির হার দেশীয় সরপুঁটি অপেক্ষা ৪০-৫০% বেশী। বিএফআরআই এ মাছের নামকরণ করেছে রাজপুঁটি। বর্তমানে রাজপুঁটি এদেশে একটি জনপ্রিয় চাষযোগ্য মাছ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ফলনের দিক থেকে এ মাছটি অন্য যে কোন দেশীয় পুঁটি মাছের চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল। অল্প খরচে ও সহজ ব্যবস্থাপনায় মৌসুমী ও বাৎসরিক পুকুরে এ মাছের চাষ করা যায় বিধায় এর চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মৎস্য চাষীদের নিজেদের নিত্যদিনের মাছের চাহিদা মিটানোর পর বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে এ মাছ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাজপুঁটি মাছের বৈশিষ্ট্য

- অধিক উৎপাদনশীল জাতের মাছ
- যে কোন প্রকার পুকুর, ডোবা বা পতিত চলাশয়ে চাষ যোগ্য
- রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ সম্ভব
- এ মাছ ৪-৬ মাসের মধ্যে আহরণ যোগ্য
- সহজ চাষ ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ঘোলা পানিতে ও ধান ক্ষেতে চাষ সম্ভব।

মৌসুমী পুকুরে রাজপুঁটি মাছের একক চাষ

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর প্রস্তুতির ওপর মাছ চাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সে কারণে পোনা মেজুদের পূর্বে অবশ্যই পুকুর ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। রাজপুঁটি মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতির ধাপ নিম্নরূপঃ

- সাধারণতঃ ১০-৩০ শতাংশ আয়তনের যে কোন মৌসুমী পুকুর যেখানে পানির গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার থাকে এমন সব পুকুর রাজপুঁটি চাষ চাষের জন্য উপযোগী
- পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের পাড় ভালভাবে মেরামত করতে হবে যাতে বন্যার পানি বা বৃষ্টির পানি পুকুরে ঢুকতে না পারে
- জলজ আগাছা হিসেবে পুকুরে কচুরী পানা, টোপা পানা ও তন্তুজাতীয় শেওলা দেখা যায়। মাছের পোনা মজুদের পূর্বে এই সমস্ত জলজ আগাছা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে
- রাক্ষুসে ও অন্যান্য মাছ পুকুর হতে সরিয়ে ফেলতে হবে। সাধারণতঃ মৌসুমী পুকুর শুকিয়ে যায় বিধায় রাক্ষুসে মাছ থাকে না। যদি কোন কারণে পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর পানি অবশিষ্ট থাকে সেখানে রাক্ষুসে মাছ থকেতে পারে। তাই জাল টেনে অথবা রোটেনন (০.৫-১ মিটার পানির জন্য ২০-৩০ গ্রাম/শতাংশ) প্রয়োগ করে এসব মাছ অপসারণ করা যায়
- আগাছা ও রাক্ষুসে মাছ অপসারণের পর প্রতি শতাংশে ১.০-১.৫ কেজি কলিচুন পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে
- চুন প্রয়োগের ৩ দিন পর জৈব সার হিসেবে প্রতি শতাংশে ৪-৬ কেজি গোবর সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে
- সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পানির রং সবুজাভ হবে, এ পরিবেশে রাজপুঁটির পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাছের পোনা মজুদ

- সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৫-৭ সে.মি. আকারের রাজপুঁটির পোনা একক চাষে প্রতি শতাংশে ৭০-৮০টি করে মজুদ করা যেতে পারে
- পোনা ছাড়ার পরের দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হারে চাউলের কুঁড়া (৮০%) ও সরিষার খৈল (২০%) এর মিশ্রণ খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে

- প্রতি মাসে একবার জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
- সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য ২ সপ্তাহ অন্তর পুকুরের প্রতি শতাংশে ৪-৬ কেজি গোবর ছিটিয়ে দিতে হবে।

রাজপুঁটি আহরণ ও উৎপাদন/আয়

- উল্লেখিত পদ্ধতিতে ৫-৬ মাস চাষ করার পর মাছের ওজন ১৫০-১৭০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে
- পুকুর থেকে খুব সকালে মাছ আহরণ করতে হবে, যাতে জীবিত বা তাজা অবস্থায় বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়
- পুকুর না শুকিয়ে বেড় জাল টেনে সমস্ত মাছ আহরণ করা যায়
- আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে রাজপুঁটি মাছ চাষ করে ৫-৬ মাসে প্রতি শতাংশে ১০ থেকে ১২ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। একক চাষ পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রতি শতাংশ হতে ৬ মাসে ৫০০-৬০০ টাকা মুনাফা করা সম্ভব।

মৌসুমী পুকুরে রাজপুঁটির মিশ্রচাষ

মৌসুমী পুকুরে রাজপুঁটির একক চাষ অথবা মিশ্র চাষ করা যায়। যে সমস্ত পুকুর অপেক্ষাকৃত বড় সেসব পুকুরে রাজপুঁটির মিশ্রচাষে অধিক লাভ করা সম্ভব।

পোনা মজুদ

যথানিয়মে পুকুর প্রস্তুতি এবং চুন ও সার প্রয়োগ করার পর প্রতি শতাংশে নিম্নে বর্ণিত হারে ৫-৭ সে.মি. আকারের সুস্থ্য ও সবল পোনা মজুদ করতে হবেঃ

প্রজাতি	সংখ্যা/শতাংশ
রাজপুঁটি	৫০-৬০
মনোসেক্স পুরুষ ফিট তেলাপিয়া	১০-১২

সিলভার কার্প	৫-৬
মিরর কার্প	৫-৬

খাবার সরবরাহ ও সার প্রয়োগ

- পুকুরে পোনা মজুদের পরদিন থেকে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- পোনার মোট ওজনের ৫-৮% হারে চালের কুঁড়া (৮০%) ও সরিষার খৈল (২০%) এর মিশ্রণ খাবার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে
- পোনা মাছের ওজন বৃদ্ধি সাথে সাথে খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। সেজন্য প্রতি মাসে একবার জাল টেনে মাছের নমুনায়ন করে মোট ওজন নির্ধারণ করে খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে
- পুকুরে সরবরাহকৃত খাবারের অর্ধেক শুকনো অবস্থায় ছিটিয়ে এবং বাকী অর্ধেক ভিজিয়ে বল বা মন্ড আকারে দিতে হবে
- চালের কুঁড়া ও সরিষার খেল ছাড়াও রাজপুঁটির জন্য ক্ষুদিপানা, নরম ঘাস, শেওলা ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে
- সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি জন্য প্রতি শতাংশে ৫-৬ কেজি গোবর ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

চাষ ব্যবস্থাপনা

- পুকুরে পোনা মজুদ করার পর কতগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-মাছ ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করছে কি◌া। সকালের দিকে মাছ ভেসে উঠে মুখ হা করে খাবি খাচ্ছে কিনা ইত্যাদি। যদি দেখা যায় মাছ বিশেষ করে সকালের দিকে পানির উপরিভাগে ভেসে উঠে মুখ হা করে খাবি খাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব বা ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করে, পানি নেড়েচেড়ে দিয়ে বা পুকুরে হরড়া টেনে পানিত অক্সিজেন বৃদ্ধি করা যায়

- পানির রং সবুজ থাকা অবস্থায় পুকুরে সার ব্যবহার করা উচিত হবে না। পুকুরে পানির স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেলে প্রতি সপ্তাহে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর পুকুরে ২০০-২৫০ গ্রাম চুন পানিতে গুলে দ্রবণ তৈরী করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে
- পুকুরের পরিবেশ যে কোন কারণে অস্বাস্থ্যকর হলে মাছের রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শীতকালে এসব মাছের রোগ-বালাই বেশী দেখা যায়। এ সময় মাছের শরীরে সাধারণতঃ লাল ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। এ রোগের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস·উথা হিসেবে পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম চুন ও ৫০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, পুকুরে রোগ-বালাই দেখা দেওয়া মাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- পুকুরের পানি কমে গেলে বাহির হতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আহরণ ও উৎপাদন

- উল্লেখিত পদ্ধতিতে ৫ থেকে ৬ মাস চাষের পর রাজপুঁটি ১৪০-১৭০ গ্রাম, গিফট তেলাপিয়া ১৮০-২০০ গ্রাম, সিলভার কার্প ও মিরর কার্প ৪০০-৬০০ গ্রাম হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মাছগুলি বিক্রির জন্য ধরা যেতে পারে। রাজপুঁটির মিশ্রচাষে ৫-৬ মাসে শতাংশ প্রতি ১৪ থেকে ১৬ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব
- রাজপুঁটির মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে সমস্ত উৎপাদন খরচাদি নির্বাহ করে প্রতি শতাংশ হতে ৫-৬ মাসে ৫০০-৬০০ টাকা মুনাফা করা সম্ভব।

চাষ ব্যবস্থাপনায় সমস্যা

রাজপুঁটি মাছ চাষে নিম্নবর্ণিত সমস্যা দেখা যায়ঃ

- গুণগতমানসম্পন্ন ভাল জাতের পোনার অভাব
- পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুন মাছ চাষের উপযোগী না থাকলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না

- শীতকালে পুকুরে মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে
- নিম্ন তাপমাত্রা অর্থাৎ পুকুরের পানির তাপমাত্রা ২৪০সে. এর নীচে নেমে গেলে মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়
- পরিবেশ দূষণে রাজপুঁটি মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে বিধায় এর চাষ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ।

পরামর্শ

উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

- মৌসুমী ডোবা, জলাশয় পতিত ফেলে না রেখে সেখানে রাঁজপুঁটির চাষ করা লাভজনক
- পানির গুণাগুণ মাছ চাষের উপযোগী রাখার জন্য নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে
- বিরূপ পরিবেশে রাজপুঁটি মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আছে বিধায় সঠিক পুকুর প্রস্তুতি, দূষিত পানির প্রবেশ রোধ ও উন্নত জলজ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে
- শীত মৌসুমের পূর্বেই মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হবে
- পুকুরে মাছের ক্ষতরোগ দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হবে।